

মৃত্যু ও ন্যায়কে কাঁচকমা দেখিয়ে ধর্মবাদের পরিবেশন ॥

"There is no deference between religion and religious fundamentalism."

---Taslima Nasrin

মুক্তমনায় সেতারা হাশেমের তিনটি প্রবন্ধ (শ্রীকৃষ্ণ, হযরত মহম্মদ ও সোশাল ডারউইনিজম, ১২/১৭/০৪, মুক্তমনা কি নাস্তিকতা নামের ধর্ম প্রচার করছে?, ০৪/০৮/০৫, এবং ধর্ম নিরপেক্ষতা কি এবং কেন?, ০৩/২৪/০৬) ও তার প্রত্যুত্তরের লেখাগুলো পড়লাম। পড়ে মনে হল এখনও কিছু লেখার আছে। তবুও হযরত লিখতামনা, কিন্তু কিছুদিন আগে যখন দেখলাম তিনি শ্রী অভিজিত রায়ের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে নতুন পদ্ধতিতে একই উদ্দেশ্য সিদ্ধির লক্ষ্যে লিখে চলেছেন, তখন মনে হল লেখা প্রয়োজন।

০৪/০৮/০৫ তারিখে “মুক্তমনা কি নাস্তিকতা নামের ধর্ম প্রচার করছে” শীর্ষক প্রবন্ধে Anthropology-র জ্ঞান সমৃদ্ধ (!) সেতারা বলেছেন “মার্ক্সের ব্যাপারে এলার্জি থাকলে পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর Glimps of World History পড়া যেতে পারে”। এই কটাক্ষের মধ্য দিয়ে তিনি স্পষ্টই দাবি করছেন যে আমাদের মুক্তমনা ও তার মডারেটররা মার্ক্স বিরোধী শিবির এবং তিনি মার্ক্সের একান্ত কাছের লোক! তিনি ঠিকই বলেছেন— প্রত্যেক সমাজ ব্যবস্থার থেকে উন্নততর সমাজ ব্যবস্থায় উত্তোরনের বীজ ঐ সমাজ ব্যবস্থার নিপীড়নের মধ্যেই লুকিয়ে আছে। ঠিক একই ভাবে জাতীয়তাবাদী সমাজের উন্নতির বীজও লুকিয়ে আছে এই সমাজের নিপীড়নের মধ্যেই। আবার এটাও বাস্তব ইতিহাস যে— ঐ নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়েই উন্নততর সমাজে উত্তোরন ঘটে। সুতরাং জাতীয়তাবাদী সমাজের থেকে উন্নততর সমাজের লক্ষ্যে জাতীয়তাবাদী নিপীড়নের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোই হল মার্ক্সবাদী সিদ্ধান্ত। মুক্তমনার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য শ্রী আবুল কাসেম সেই লক্ষ্যের কথাই বলেছেন, যেটা তাঁর উক্তির সেতারা হাশেম কর্তৃক বাংলা অনুবাদেও বর্তমান। কিন্তু তার পরেও উনি মুক্তমনার ঐ প্রচেষ্টার বিরোধিতা করে নিজেকে মার্ক্সবাদী বলে দাবী করেছেন! আর এটা করতে গিয়ে তিনি ঐ পরিচ্ছেদের শেষের মন্তব্যে ‘জাতীয়তাবাদী নিপীড়ন’ শব্দের পরিবর্তে ‘জাতীয়তাবাদী আদর্শ’ শব্দ ব্যবহার করলেন। দায়িত্বশীল মার্ক্সবাদী (!) সেতারার এটা কি কোনও সাধারণ mistake? শুধু তাই নয় পরে আবার একবার ‘দর্শনভিত্তিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম’কে বেমালুম বলে ফেললেন ‘দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ’। কেন মশায় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে কি আপনি দর্শনভিত্তিক নিপীড়নের উৎস বলে মনে করেন, মাননীয় self-certified দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী?

তিনি তাঁর তিনটি প্রবন্ধেই বারবার বলেছেন বর্তমান কালের দৃষ্টিতে অতীত কালের বিশ্লেষণ করলে চলবেনা, বিশ্লেষণ করতে হবে তদকালীন দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে। এবং তাঁর এই গবেষণালব্ধ

(!) সিদ্ধান্তের সাহায্যে তিনি অনেক কিছু প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন ধর্ম আচ্ছন্ন সমাজে ব্রাহ্মণের যৌন ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে নিম্ন বর্ণের যেকোন নারী তদকালীন প্রচলিত ধর্ম অনুযায়ী বাধ্য ছিল, নারীর পরিচয় তারা শুধুমাত্র নরের যৌন সঙ্গীনি, পিতা ও পুত্র একই নারীর সঙ্গে যৌন ক্রিয়া করার প্রথা বিদ্যমান, ভাইবোনের মধ্যে সঙ্গম নিষিদ্ধ ছিলনা, কন্যা সন্তান পিতৃ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত এবং কোন এক নরের যৌন ভোগের পন্য হিসাবে বিবেচিত। এবং সর্বপরি এসব অমান্য করলে শাস্তির বিধান (এসমস্তই তিনি স্বীকার করেছেন “শ্রীকৃষ্ণ, হযরত মহম্মদ, ও সোশাল ডারউইনিজম” প্রবন্ধে, ১২/১৭/০৪ তারিখে)। এসমস্তকেই তিনি তদকালীন সমাজের ধর্মীয় মোড়কে মুড়ে বৈধতার ছাপ মেরে দিলেন। তিনি ঠিকই বলেছেন— দ্বন্দ্ব সৃষ্টিতে অন্তত দুটি পক্ষ থাকতেই হয়। এই দুই পক্ষের একটির শোষণ-নিপীড়ন-অত্যাচারের (যেগুলিকে ধর্ম অনুমোদন দিয়েছে এবং যা অমান্য করলে শাস্তির বিধান দিয়েছে—সেতারা নিজে স্বীকার করেছেন) আর একটি হল এর বিরোধী পক্ষ। আর এই দ্বন্দ্ব হতে সৃষ্টি হয় প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় পক্ষের সংগ্রাম। যাতে দ্বিতীয় পক্ষের জয়ের মধ্য দিয়ে সমাজের উন্নতি সাধিত হয়। আর এক্ষেত্রে সেকাল একালের জট পাকিয়ে এই দ্বন্দ্বটিকেই হত্যা করার এক অপচেষ্টা চালিয়ে গেলেন মাননীয় self-certified দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী। এইরূপ নানাভাবে তিনটি প্রবন্ধ জুড়ে তিনি সত্য ও ন্যায়কে কাঁচকলা দেখিয়ে ধর্মরস পরিবেশন করে গেলেন।

তিনি আবার নাস্তিকতাকে ধর্ম নিরপেক্ষতার শত্রু বলে দাবী করেছেন। এপ্রসঙ্গে শ্রী প্রবীর ঘোষের “মৌলবাদ’ রুখতে ধর্মীয় বিশ্বাসকে আঘাত দিতেই হবে” শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়লেই সঠিক উত্তর পেয়ে যাবেন, বোঝা যাবে সেতারা পন্থীদের দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যে।

তিনটি প্রবন্ধ জুড়ে ২০০৪ থেকে ২০০৬ সাল অবধি বহু ভুলভাল বকেও যখন দেখলেন কিছুই হলনা, সেতারা মুক্তমনা ও তার মডারেটরদের গালাগাল দিয়ে হিস্টরিয়া রুগীর মত মুখ দিয়ে গাঁজলা তুলে ফেললেন। সেতারা পন্থীদের এরকম করাটাই স্বাভাবিক। যুক্তিবাদের এবং মানবতার এইসব শত্রুদের এমন শোচনীয় দুর্দশার কথা ভেবে, প্রিয় মুক্তমনা বন্ধুরা আমরা সবাই একটু আনন্দ করি ॥

অতনু ।

পুনশ্চঃ এরকম একজন লোক যখন হঠাৎ শ্রী অভিজিত রায়ের প্রশংসা করছে; রাতারাতি তাকে প্রগতিশীল বলছে তখন একটু সন্দেহ হয়। এবং তিনি যখন অভিজিত রায়কে প্রগতিশীল ধার্মিক হিসাবে তুলে ধরতে সচেষ্ট হয় তখন সমস্ত মানবতাবাদী মুক্তমনা মানুষদের এহেন সেতারা পন্থীদের সম্পর্কে সদা সতর্ক থাকা দরকার।